সেরা বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

সংবাদ : | জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

| ঢাকা , শুক্রবার, ২০ জুলাই ২০১৮

২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার ৮টি বোর্ডের মধ্যে দেশসেরা হয়েছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। এই বোর্ডে বেড়েছে পাসের হার ৭০.৫৫ শতাংশ। তবে কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা। গত বছর পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ২৪। সে হিসাবে পাসের হার বেড়েছে দশমিক ২৭ ভাগ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা গত বছরের চেয়ে ১৪৫ জন কম। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৭০ জন। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মো. আনোয়ারুল আজিম বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন। ফলের পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত ৪ বছর ধরে পাসের হার কিঞ্চিত পরিমাণ করে বাড়ছে। ২০১৫ সালে ছিল ৭০ দশমিক ৬ এবং ২০১৬ সালে ৭০ দশমিক ১৩। গত বছর ছিল ৭০ দশমিক ২৮।

বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফলে জানা গেছে, এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬২ হাজার ১৭৩ জন। পাস করেছে ৪৩ হাজার ৮৬১ জন। ছেলে পরীক্ষার্থী ছিল ৩১ হাজার ৮১৭ জন। পাস করেছে ২০ হাজার ৭৯১ জন। ছেলেদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৩৫। মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ৩০ হাজার

৩৫৬জন। পাস করেছে ২৩ হাজার ৭০ জন। মেয়েদের পাসের হার ৭৬ দশমিক ০০।
অন্যান্য গ্রেডে পাস করা শিক্ষার্থী সংখ্যা হচ্ছে জিপিএ ৪-৫ গ্রেডে ৩ হাজার ৭৫৪জন, জিপিএ ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ গ্রেডে ৬ হাজার ৯৮৮, জিপিএ ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫ গ্রেডে ১২ হাজার ৯৫৭ জন, জিপিএ ২ থেকে ৩ গ্রেডে ১৮হাজার ৪৬২ জন এবং জিপিএ- ১ থেকে ২ গ্রেডে ১ হাজার ৩০ জন।

দুই কলেজের একজনও পাস করেনি

এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে মোট ৩৩৩টি কলেজ অংশগ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দুটি কলেজের একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেননি। এ দুটি কলেজে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৬ জন।
বরিশাল বোর্ড থেকে পাওয়া তথ্য সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা আইডিয়াল কলেজ এবং পটুয়াখালীর পশুরবুনিয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসা থেকে ১৮ জন করে পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিলেও একজনও পাস করতে পারেনি।
এ প্রসঙ্গে বরিশাল বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মো. আনোয়ারুল আজিম সাংবাদিকদের বলেন, কলেজ দুটির কর্তৃপক্ষকে

প্রথমে শোকজ এবং পরে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শীর্ষে বরিশাল জেলা

২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডের আওতাধীন ৬ জেলার মধ্যে পাসের হারে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল জেলা। গত বছর চতুর্থ স্থান থেকে বরিশাল এবার প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। গত বছর প্রথম স্থানে থাকা পটুয়াখালী এ বছর সর্বনিম্ন ষষ্ঠ স্থানে নেমেছে। এবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ঝালকাঠী ও ভোলা। তারা গত বছরও একই স্থানে ছিল।
বরিশাল জেলার ১০২টি কলেজ থেকে এবার ২২ হাজার ৪৮১ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১৭ হাজার ১৫৪জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩০। এ জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২৩ জন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ঝালকাঠী জেলায় পাশের হার ৭৩ দশমিক ৮৭ ভাগ। এ জেলায় ৩১টি কলেজ থেকে ৪ হাজার ৭০৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৩ হাজার ৪৭৫ জন। জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ জন। ৭০ দশমিক ১২ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করে ভোলা জেলা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ভোলার ৫২টি কলেজ থেকে ৮ হাজার ৭৩৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৬ হাজার ১২৮ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ জন। চতুর্থ স্থানে থাকা পিরোজপুর জেলায় পাসের হার ৬৮ দশমিক ৯২। জিপিএ-৫

পেয়েছে ৬৩ জন। পিরোজপুর জেলার ৪৭টি কলেজ থেকে ৮ হাজার ৮৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬ হাজার ১২৭ জন। পঞ্চম বরগুনা জেলায় ৬ হাজার ৩৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪ হাজার ২২৮ জন। পাসের হার ৬৬ দশমিক ৭৫। এই জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৫ জন। ষষ্ঠ পটুয়াখালী জেলায় পাসের হার ৬১ দশমিক ২২। এ জেলার ৬৩টি কলেজ থেকে ১১হাজার ২৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৬ হাজার ৭৪৯ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৩ জন।